দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রনেতাদের কাছে জিম্মি। ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ দুর্ভোগ পোহানোর ফলেও তারা কিছুই বলতে পারে না। অথচ ছাত্রনেতাদেরই উচিত ছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হয়ে কথা বলা। তারা নির্বাচিত হয়ে সবকিছুই ভুলে যায়। নিজেদের ইচ্ছাই চালিয়ে দিতে চায়। এর সুযোগ নেয় শিক্ষক ও কর্মচারীরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সার্ভিসের কথাই ধরা যাক। ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে ক'টি বাস আছে সেগুলোতে তারা ঠিকমত উঠতে পারে না। বাসগুলো বর্তমানে ব্যবহার করে কর্মচারী, দিনমজুর, গ্রামবাসী আর শিক্ষক-কর্মচারীদের স্কুলগামী ছেলে-মেয়েরা। কোন কোন ভিক্ষুককে দেখা যায় সকালবেলা বাসে চড়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি শেষ করে সন্ধ্যাবেলার শেষ ট্রিপে আবার ফিরে আসে। অথচ বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম-চারীদের জন্য আলাদা পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। অন্যদের কথা তো বাদই দিলাম। আরও একটি আশ্চর্যের বিষয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় সকাল-বিকেল তাদের জন্য থাকে বিশেষ বাস ট্রিপ। এ বাস সার্ভিসেই কর্তৃপক্ষ একটি বিরাট অংকের টাকা লোকসান দিচ্ছে। অথচ যে ছাত্রটি মাসে একদিনও বাসে উঠে না তার কাছ থেকেও নিয়মিত টাকা কেটে নেয়া হয়। অন্যদিকে কর্মচারীদের কাছ থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে না। কারণ ভয় (!)। বিগত সবক'টি (আমার দেখা) বাকসু নির্বাচনের প্রথম ও প্রধান ইস্যু ছিল এ পরিবহন সমস্যা। বর্তমানে যে ক'টি বাস আছে তা দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর ও সফলভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বেশ ক'টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম করা যেতে পারে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবি হচ্ছে নিয়মিত টাকা না কেটে টিকিট সিস্টেম করা। এখানকার আর একটি সমস্যা হল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটি চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। এর কারণও কর্মচারীরা। সকালবেলা অফিসে যাবার সময় তাদের গরু-ছাগল সঙ্গে করে নিয়ে এগুলোকে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির সামনে পিছনে ছেড়ে দেয়। এটা অবশ্য মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের কাছে বেশি দেখা যায়। ফ্যাকাল্টিতে যাবার পথের করিডোরটির অবস্থা এতই করুণ যে, দেখে বুঝার উপায় নেই এটি করিডোর, নাকি গোয়ালঘর। হলগুলোর আশপাশে, বিশেষ করে ঈশা খাঁ, জামাল হোসেন ও শাহজালাল হলের পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলোতে হাঁটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার পর এক হল থেকে আরেক হলে গেলে ফিরে এসে পদযুগল পরিষ্কার করতেই প্রায় একটি সাবান লেগে যায়। কারণ শুধু গোবর আর গোবর অথচ গরু-ছাগলগুলোকে ঠেকানোর জন্য শেষ মোড়েই রয়েছে দণ্ডায়মান (!) প্রহরী ও কর্মচারী। এ গোবর একসময় পচে সারে পরিণত হয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ গাছপালাগুলোকে আরও সবুজ করে তুলবে- আমার মনে হয় এটা মনে করেই আমাদের বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

খালেদ মোহাম্মদ
শহীদ জামাল হোসেন হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।